গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(নার্সিং শাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৪৫.১৫৮.১১১.০০.০০.০৪০.২০১৩- ৪৮৫ তারিখ ২৬ - ০৫ - ১৪২১ বাং / ১০ - ০৯ - ২০১৪ খ্রিঃ

বেসরকারী পর্যায়ে মিডওয়াইফারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালুকরণ নীতিমালা

ভূমিকাঃ

মিডওয়াইফারি সেবা প্রসারের মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু হার নামিয়ে আনার নির্ধারিত সহস্রাব্দ লক্ষ্য মাত্রা অর্জনসহ তা বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন সরকারি নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করেছে। দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও অধিক সংখ্যায় মিডওয়াইফ তৈরীর জন্য বেসরকারী পর্যায়ে মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। প্রণীত নীতিমালা অনুসরণে মান-সম্মত প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও কোর্স পরিচালিত হলে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ দ্বারা সেবা প্রদানসহ মাতৃ মৃত্যুর হার রোধ সহায়ক হবে। তাছাড়া পরিবীক্ষণ ও মনিটরিং এর মাধ্যমে জবাবদিহিতা ও মান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এ প্রেক্ষিতে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১. শিরোনামঃ

এ নীতিমালা "বেসরকারী পর্যায়ে মিডওয়াইফারি কোর্স পরিচালনার প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালুকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৪" নামে অভিহিত হবে।

২. নীতিমালার প্রয়োগঃ

২.১ এ নীতিমালা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করতে আগ্রহী অথবা এ কোর্সসমূহ বর্তমানে পরিচালনা করছে সে সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিকভাবে পালনীয় নির্দেশক হবে।

২.২ বেসরকারী পর্যায়ে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সসমূহ পরিচালনার প্রশাসনিক অনুমোদন/অনাপত্তি প্রদানের /স্থগিত বা বাতিল/চালুকরণের সকল ক্ষমতা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংরক্ষণ করবে।

২.৩ এ নীতিমালা ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সসমূহ পরিচালনায় একাডেমিক অনুমোদন প্রদানের নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

২.৪ এ নীতিমালা লংঘন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স অনুমোদন বাতিল/স্থগিতের কারণরূপে গণ্য হবে।

৩. মূল উদ্দেশ্যঃ

৩.১ বেসরকারী পর্যায়ে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালুকরণের দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

৩.২ শিক্ষার গুনগত মান ও সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে সুদক্ষ মিডওয়াইফ গড়ে তোলা।

৩.৩ উন্নত দেশের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ মিডওয়াইফ তৈরীসহ দেশে ও বিদেশে তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা।

৩.৪ উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের উদ্ভাবিত ও প্রচলিত উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে মিডওয়াইফ সেবা প্রদানের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা।

৪. অধিক্ষেত্রঃ

৪.১ বাংলাদেশে বেসরকারী পর্যায়ে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স পরিচালনা ও মিডওয়াইফারি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমোদন/ অনাপত্তি প্রদান।

৪.২ বেসরকারী পর্যায়ে উন্নতমানের মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং পরিবীক্ষনসহ পরিচালনার মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা।

৪.৩ যে সমস্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আরোপিত শর্তাদি পূরণ করছে কি-না এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও নির্দেশনা প্রদান করা।

৪.৪ বেসরকারী মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রমের মানোন্নয়নের জন্য সকল জাতীয় মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম (যেমন-প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, শিক্ষা সফর ইত্যাদি) পর্যাপ্ত পরিমানে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে আয়োজন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৫. কোর্স পরিচালনার জন্য অনুমোদন পদ্ধতিঃ

৫.১ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা ব্যবস্থাপক/অধ্যক্ষ বা কর্তৃপক্ষ সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন দাখিল করবেন। আবেদনের একটি অনুলিপি রেজিষ্ট্রার বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল বরাবর পাঠাতে হবে। আবেদনের ফরম ও অন্যান্য তথ্যসমূহ রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল হতে সংগ্রহ করে কাউন্সিলের নির্ধারিত ছক পূরণপূর্বক আবেদন করবে।

৫.২ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের নীতিমালা এবং নির্দেশনাসমূহ আবশ্যিকভাবে মেনে চলবে মর্মে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রচলিত মূল্যমানের নন-জ্যুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অংগীকারনামা আবেদন পত্রের সংগে প্রদান করবে। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কোনো হাসপাতাল হলে হাসপাতালটি পরিচালনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে এ সংক্রান্ত প্রমানপত্র আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৫.৩ ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সের জন্য আবেদন প্রাপ্তির পর নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পরিদর্শন কমিটি প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদন/অনাপত্তি প্রদানের জন্য বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটিতে প্রতিবেদন দাখিল করবে। এ কমিটি বছরে কমপক্ষে চার বার সভায় বসবে এবং কোর্স অনুমোদন/অনাপত্তি/বাতিল, স্থগিত, চালু বা মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে মতামত প্রদান করবে।

পরিদর্শন কমিটিঃ

১। যুগ্ম-সচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। পরিচালক, সেবা পরিদপ্তর, ঢাকা।
৩। রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল।
৪। অধ্যক্ষ, ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সহকারী সচিব (নার্সিং), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। সভাপতি, মিডওয়াইফারি সোসাইটি।
৭। সিএমই এর প্রতিনিধি

সভাপতিসহ কমপক্ষে ৫ জন সদস্যের উপস্থিতিতে পরিদর্শন কমিটির কোরাম পূর্ন হবে।

৫.৪ শুধুমাত্র ছাত্রীগণ এ কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাবেন।

৫.৫ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন/অনাপত্তি প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে নার্সিং কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ভর্তিকৃত ছাত্রীদের নিবন্ধিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি লিখিতভাবে জানিয়ে দিবে।

৫.৬ উক্ত নীতিমালার বিধি-বিধান যথাযথ প্রতিপালন সাপেক্ষে সরকার অনুমোদিত বেসরকারী মেডিকেল কলেজ ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উল্লিখিত ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করলে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের একটি বিভাগ হিসাবে বা সংযুক্ত ইনস্টিটিউট হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

৬. কোর্স পরিচালনার গুনগতমান নিশ্চিতকরণে আবশ্যিক শর্তাবলীঃ

৬.১ ছাত্রী-শিক্ষক অনুপাতঃ তাত্ত্বিক শিক্ষার জন্য ছাত্রীঃ শিক্ষক অনুপাত হবে ২৫:১ জন (বিষয় ভিত্তিক) ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য ছাত্রীঃ শিক্ষক অনুপাত হবে ৮:১ জন।

৬.২ সার্বক্ষনিক বিষয়ভিত্তিক মিডওয়াইফ শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। প্রয়োজনে খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। কোনো ক্রমেই এক চতুর্থাংশের (1/8) বেশী খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যাবে না। তবে প্রাথমিকভাবে ২৫ জন ছাত্রীর জন্য কমপক্ষে ৩ জন পূর্নকালীন মিডওয়াইফ শিক্ষক থাকা আবশ্যক।

৬.৩ প্রতিষ্ঠানটি ছাত্রী অনুপাত স্থান (স্পেস) নীতি অনুসরন পূর্বক প্রতি শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত ৫০ (পঞ্চাশ) জন ছাত্রীর জন্য কমপক্ষে ৩০.০০০ (ত্রিশ হাজার) বর্গফুটের একাডেমিক ভবনে স্থাপিত হতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে মালিকানা/ভাড়া সংক্রান্ত সঠিক কাগজপত্র (প্রমানাদি দলিল) অবশ্যই দাখিল করতে হবে। তবে প্রতিষ্ঠানকে ৭ বছরের মধ্যে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর করতে হবে এবং ছাত্রী বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে ভবনের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে।

৬.৪ একাডিমিক ভবনের আবশ্যিক কাঠামোঃ

মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট/প্রতিষ্ঠান/ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সের জন্য প্রযোজ্যঃ

(১) শ্রেণি কক্ষ প্রতি ৫০ জনে ১ টি। তবে কোর্সের শুরুতেই ৩ টি শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করতে হবে।
(২) প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র ও আধুনিক উপকরন সমৃদ্ধ মিডওয়াইফারি ল্যাবরেটরি।।
(৩) কমন রুম-১ টি (ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত পরিসরে ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ)।
(৪) লাইব্রেরী-১ টি (হালনাগাদ বইপত্র, ম্যাগাজিন, জার্নাল ইত্যাদিসহ ৫০ জন ছাত্রী পাঠ্য উপযোগী প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত)।
(৫) প্রেয়ার রুম ১ টি।
(৬) অধ্যক্ষের অফিস।
(৭) বিভাগীয় প্রধানদের পৃথক পৃথক অফিস কক্ষ।
(৮) শিক্ষকদের জন্য অফিস কক্ষ।
(৯) কনফারেন্স রুম ১ টি।
(১০) জেনারেল অফিস কক্ষ ১ টি।
(১১) হিসাব রক্ষক ও ক্যাশিয়ারের কক্ষ ১ টি।
(১২) অডিও ভিজুয়্যাল এড রুম-১ টি।
(১৩) স্টোর রুম ১ টি।
(১৪) শ্রেণি কক্ষ, অফিস কক্ষ সংলগ্ন ও সাধারন ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রসাধন কক্ষ থাকতে হবে।
(১৫) অডিটরিয়াম-১টি
(১৬) একটি সুসজ্জিত মিডওয়াইফারি ল্যাব থাকতে হবে। যাতে নিম্নলিখিত ইকুইপমেন্টসমূহ আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

i. ANC Instrument (BP Instrument, Stethoscope, Weight machine)
ii. Delivery Set (Measuring Tape, Thermometer)
iii. Bed
iv. Dame: Manikin, Hald Pelvic with delivery mechanism
v. O_2 Cylinder
vi. D & C Set
vii. Ambu Bag
viii. Resuscitation Tray
ix. Episiotomy Set
x. Fetal Dopler
xi. CTG Machine
xii. Infusion Pump
xiii. Emergency Drugs.

৬.৫ হোস্টেল বা আবাসিক ব্যবস্থাঃ

ছাত্রীদের সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ও মানসম্মত আসবাবপত্রসহ (যেমন খাট, আলনা, চেয়ার, টেবিল, লকার, আয়না ইত্যাদি) পৃথক আবাসিক ব্যবস্থা থাকতে হবে। যাতে ছাত্রী নিরাপত্তার মধ্যে থেকে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা কার্যক্রম নির্বাহ করতে পারে।

৬.৬ এই নীতিমালা অনুসারে প্রাথমিকভাবে প্রতিশিক্ষা বর্ষে সর্বোচ্চ ৫০ জন ছাত্রীকে ভর্তির অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। পরবর্তীতে অবকাঠামো এবং পারফরমেন্স মূল্যায়ন করে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। অনুমতি ব্যতিরেকে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলে সকল ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অনুমোদন বাতিল করতে পারবে।

৬.৭ প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত আসনের ৫ শতাংশ আসন দেশের দরিদ্র, মেধাবী ও যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকতে হবে।

৬.৮ শিক্ষার আবশ্যকীয় উপকরণঃ বিষয়ভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষার উপকরণসমূহ স্কেলিটন, সিমুলেটর, মানবদেহের যথেষ্ট সংখ্যক হাড়, চকবোর্ড, হোয়াইট মার্কার বোর্ড, ওভার হেড প্রজেক্টর, ইন্টারনেট সুবিধাসহ কম্পিউটার প্রভৃতি থাকতে হবে।

৬.৯ ক্লিনিক্যাল প্রাকটিসের আবশ্যিক সুযোগ-সুবিধাঃ

(১) বেসরকারী পর্যায়ে মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করতে হলে আবেদনকারী কর্তৃপক্ষের কমপক্ষে ১০০ বেডের জেনারেল হাসপাতাল থাকতে হবে। উক্ত হাসপাতালে অবশ্যই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আধুনিক মানের কমপক্ষে ২০ টি বেড বিশিষ্ট গাইনি ওয়ার্ড থাকতে হবে।প্রস্তাবিত মিডওয়াইফারি প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে ১০০ বেডের জেনারেল হাসপাতালের সাথে আইনানুগ চুক্তিভিত্তিক পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্ট করে যৌথ প্রস্তাব পেশ করে অনুমোদনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে হাসপাতালের বেড সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে হবে।

(২) প্রাকটিসের সময় শিক্ষার্থীদের সাথে যোগ্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক/ইন্সপেক্টর অবশ্যই থাকতে হবে এবং যাতায়াতের জন্য যানবাহনের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৩) সরকারি হাসপাতালসমূহ নিজস্ব চাহিদা পুরণসাপেক্ষে সম্ভব হলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের বাস্তব শিক্ষর সুবিধা প্রদান করবে।

৬.১০ ছাত্রী ভর্তির যোগ্যতা ও কোর্সের মেয়াদঃ

৬.১১ (১) ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে ভর্তির জন্য সরকারি ভর্তি নীতিমালা আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

(২) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রথম ব্যাচ বের হওয়ার পর বিদেশী ছাত্রী ভর্তি করা যাবে তবে তাদের সংখ্যা মোট আসন সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের (১/৩) অধিক হতে পারবে না।

৬.১২ শিক্ষক/জনবল ও বেতন ভাতাদিঃ

ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াফারি কোর্সের জন্য জনবলঃ

- প্রিন্সিপাল-১ জন (শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে এমএসসি নার্সিং অথবা বিএসসি নার্সিং ও এমপিএইচ অথবা বিএসসি মিডওয়াইফারিসহ ৫ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্লিনিক্যাল বিষয়ে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার)।
- মিডওয়াইফারি ইনস্ট্রাক্টরঃ তাত্ত্বিক শিক্ষার জন্য ছাত্রী-শিক্ষক অনুপাত ২০:১ জন। ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য ছাত্রী-শিক্ষক অনুপাত ৮:১ জন।
- বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ/অভিজ্ঞ গেষ্ট লেকচারারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

শিক্ষকঃ বিএসসি নার্সিং/বিএসসি মিডওয়াইফারি।

অফিস স্টাফঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নিজ নিজ অর্গানোগ্রাম অনুসরণীয়।

প্রয়োজনমত দক্ষ ও যোগ্য অফিস স্টাফের ব্যবস্থা থাকতে হবে। অফিস স্টাফঃ হাউজ কিপার-০১, লাইব্রেরীয়ান-০১ জন, হেড এ্যাসিসটেন্ট কাম-একাউনটেন্ট-০১ জন, উচ্চমান সহকারী-০১ জন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর-০১ জন, ক্যাশিয়ার-০১ জন, ড্রাইভার-০১ জন, দপ্তরী-১ জন, এমএলএসএস-০৫ জন (মশালচী ও টেবিলবয়সহ), কুক (বাবুর্চি)-০৩ জন।

৬.১৩ (২) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রাতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী বেতন ও ভাতাদি প্রদান করবে। তবে তা কোনো অবস্থায় সরকারি বেতন স্কেলের কম হবে না।

৬.১৪ কোর্স কারিকুলামঃ

বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল একটি ইউনিফর্ম নূন্যতম স্ট্যান্ডার্ড প্রশিক্ষণ কোর্স নিশ্চিত করবে। প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর নার্সিং কাউন্সিল তা মূল্যায়ন করে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারবে। এ ইউনিফর্ম কোর্স এর ভিত্তিতে পরবর্তীরে প্রত্যেকটি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট নিজ নিজ আধুনিক পাঠ্যসূচী তৈরী করবে যাতে দেশ ও বিদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে নূন্যতম

পাঠ্যসূচীকে অন্তর্ভুক্ত করে অতিরিক্ত পাঠ্যসূচী অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। পরিবর্তিত পাঠ্যসূচীর অনুলিপি নার্সিং কাউন্সিলে দাখিল করতে হবে।

৬.১৫ কার্যক্রম মূল্যায়ণ ও পর্যালোচনা এবং অনুমোদন বাতিলঃ

বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল, কোর্স কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়ন, গুনগত মানের মূল্যায়ন ও মান পর্যালোচনা করবে। প্রতিষ্ঠানের কারিকুলাম অনুসরণে সেমিষ্টার বা কোর্স পদ্ধতিতে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হবে। ব্যবহারিক কার্যক্রমসমূহ যাতে নিয়ম অনুযায়ী হয় এবং প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী যাতে হাসপাতালে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবহারিক বিষয় সম্পর্কে অনুশীলন করতে পারে, এ বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতি বৎসরে কমপক্ষে একবার প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে ব্যবহারিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে। এ ব্যাপারে পরিদর্শন কমিটি কোন ধরণের ত্রুটি প্রমাণ পেলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করতে পারবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অনুমোদন বাতিলসহ যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবে।

৬.১৬ বেসরকারী নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষাকার্যক্রমের কোয়ালিটি এ্যসুরেন্স এর জন্য বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল একটি এক্রিডিটেশন কমিটি গঠন করতে পারবে। উক্ত কমিটির কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নার্সিং কাউন্সিল একটি নির্দিষ্ট পরিমানের ফি আরোপ করতে পারবে যা এ্যাকিডিটেশন সংক্রান্ত পরিদর্শন ও অন্যান্য খরচের জন্য ব্যয় করা হবে।

৬.১৭ বেসরকারীভাবে পরিচালিত মিডওয়াইফারি কোর্সের কর্মপ্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/নার্সিং কাউন্সিল এর পরিদর্শন টীম প্রথম ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত নূন্যতম একবার এবং পরবর্তীতে প্রতি ২ (দুই) বছর পরপর নূন্যতম একবার উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করবে।

৭। অন্যান্য আবশ্যিক শর্তাবলীঃ

৭.১ বাজেট বরাদ্দঃ মিডওয়াইফারি কোর্স পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বাৎসরিক বাজেটের সংস্থান থাকতে হবে এবং প্রাথমিক আবেদনপত্রের সাথে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রমানাদি পেশ করতে হবে।

৭.২ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটি যথাযথভাবে যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করবে এবং সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ট্যাক্স ও ভ্যাট প্রদান করবে। যোগ্যতা সম্পন্ন রেজিস্টার্ড অডিট ফার্ম দ্বারা প্রতি আর্থিক বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা করাতে হবে। অডিট রিপোর্ট পরবর্তী নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপিত হবে।

৭.৩ বেসরকারী পর্যায়ে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালুর জন্য ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা ফিক্স ডিপোজিট থাকতে হবে, যা কোনো পরিস্থিতিতেই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ব্যতিত উত্তোলন করা যাবে না। তবে এ টাকা থেকে আয়ের অর্থ খরচ করা যেতে পারে। আবেদন পত্রের সাথে ফিক্স ডিপোজিট সংক্রান্ত ব্যাংক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

৭.৪। বেসরকারী পর্যায়ে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স পরিচালনার জন্য অনুমোদনের আবেদনের সাথে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল বারাবর ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অফেরতযোগ্য ব্যাংক ড্রাফ্ট জমা দিতে হবে।

৮। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিত কোনো ক্রমেই শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা যাবে না।

৯। উল্লেখিত নীতিমালা পালিত না হলে সরকার যে কোনো সময় ৬ (ছয়) মাসের নোটিশে বেসরকারী মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট এর কোর্স বন্ধ করে দিতে এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গন্য হেবে।

১০। বাংলাদেশ সরকার যে কোনো সময় প্রয়োজন মত এ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংশোধন করতে পারবে।

১১। এ নীতিমালা জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(মোঃ মোশাররফ হোসেন)
যুগ্মসচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং)
ফোন ঃ ৯৫৭৭৯৭৮

তারিখ ২৬ - ০৫ - ১৪২১ বাং
১০ - ০৯ - ২০১৪ খ্রিঃ

নং-৪৫.১৫৮.১১১.০০.০০.০৪০.২০১৩- ৪৮৫(২০)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। মহা-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/নিপোর্ট, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-সচিব (সকল), - - - - - - - - - - - - -স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব (নার্সিং), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন/হাসপাতাল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬। পরিচালক, সেবা পরিদপ্তর, ১৪-১৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৭। সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। অধ্যক্ষ, ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকা।
৯। রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল, ২০৩ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয় নগর, ঢাকা।
১০। রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, ২০৩ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয় নগর, ঢাকা।

১০.০৯.১৪
(মোঃ লুৎফর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (নার্সিং)
ফোনঃ ৯৫৪৫৭৭৯

অনুলিপিঃ

১। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(নার্সিং শাখা)
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫৮.১১১.০০.০০.০৪০.২০১৩-

তারিখ ০৭-১০-১৪২১ বাং
২০-০১-২০১৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ **বেসরকারী পর্যায়ে মিডওয়াইফারি কোর্স পরিচালনার প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালুকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৪ আংশিক সংশোধন।**

সূত্রঃ ৪৫.১৫৮.১১১.০০.০০.০৪০.২০১৩-৪৮৫, তারিখঃ ১০-০৯-২০১৪ খ্রিঃ।

'বেসরকারী পর্যায়ে মিডওয়াইফারি কোর্স পরিচালনার প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালুকরণ সংক্রান্ত এ মন্ত্রণালয় থেকে সূত্রে বর্ণিত স্মারকে জারিকৃত নীতিমালায় গঠিত পরিদর্শণ কমিটি সংশোধনপূর্বক নিম্নোক্তভাবে পরিদর্শন কমিটি গঠন করা হলো।

নীতিমালার অনুচ্ছেদ নং	সংশোধিত পরিদর্শন কমিটি
৫.৩	১। সিনিয়র সহকারী সচিব (নার্সিং) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় - সভাপতি ২। পরিচালক/ উপযুক্ত প্রতিনিধি, সেবা পরিদপ্তর, ঢাকা - সদস্য ৩। রেজিস্ট্রার/ডেপুটি রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল - সদস্য-সচিব

২। উক্ত নীতিমালার অন্যান্য নীতি অপরিবর্তীত থাকবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো এবং আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ লুৎফর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ- ৯৫৪৫৭৭৯

নং-৪৫.১৫৮.১১১.০০.০০.০৪০.২০১৩- ৪২(১০)

তারিখ ০৭-১০-১৪২১ বাং
২০-০১-২০১৫ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। অতিরিক্ত সচিব-------------- (সকল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা/নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-সচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। যুগ্ম-সচিব (নার্সিং), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। পরিচালক, সেবা পরিদপ্তর, ১৪-১৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৮। সচিব এর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৯। সিস্টেম এ্যানালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১০। রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল, ২০৩ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয় নগর, ঢাকা।

(মোঃ লুৎফর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব